প্রথম আলো

তারিখ ... 18 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৩ ...

শাহজাহানপুরে জমজমাট কোচিং-বাণিজ্য

মোশতাক আহমেদ ●

সরেজমিন

আইডিয়ালে স্কুলের ভেতরেই কোচিং

গত বুধবার দুপুর প্রায় ১২টা। উত্তর শাহজাহানপুরের উত্তরা ব্যাংক গলির মুখে দেখা গেল, কয়েকজন নারী শিশুদের হাত ধরে মূল রাস্তায় উঠে আসছেন। কেউ কেউ আবার গলির ভেতরে ঢুকছেন। একই সময়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটি বাড়ির ভেতরের দিকে যাচ্ছিল এক কিশোর। সে মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে। বাসা গোড়ানে। এখানে এসেছে কোচিংয়ে পড়তে। তাদের বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষকের কাছে ইংরেজি, গণিত ও চারুকলা (ড্রয়িং) বিষয়ে সে পড়ে। ইংরেজির জন্য মাসে ১ হাজার ২০০ টাকা, গণিতের জন্য ১ হাজার ৬০০ এবং চারুকলার পুরো কোর্সের জন্য ১ হাজার ৫০০ টাকা দিতে হয়।

শুধু উত্তরা ব্যাংকের গলি নয়, উত্তর শাহজাহানপুরের এই এলাকার বেশ কয়েকটি গলিতে; বিশেষ করে আমতলা গলি, শিল্পী হোটেলের গলিতে কোচিং ও প্রাইভেট পড়ানোর জমজমাট ব্যবসা চলছে। কয়েকজন অভিভাবক ও শিক্ষার্থী বললেন, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়সহ আশপাশের কয়েকটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি এই এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে কোচিং-প্রাইভেটের ব্যবসা করছেন। শিক্ষকেরা তাঁদের কাছে পড়তে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করছেন বলেও অভিযোগ করেছেন অভিভাবকেরা।

সরকারের নীতিমালা লঙ্ঘন করে নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরও পড়াচ্ছেন শিক্ষকেরা। শুধু তা-ই নয়, যেখানে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়ানোর সুযোগ রয়েছে, সেখানে কোনো কোনো শিক্ষক এক ব্যাচেই ৪০-৫০ জন শিক্ষার্থীকে পড়াচ্ছেন। কোনো খ্যাতিমান শিক্ষক স্কুলের মতো করেই এখানে ক্লাস ও পরীক্ষা নিচ্ছেন। সহযোগিতা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের তাঁরা সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। এসব সহকারী বাড়ির কাজ পরীক্ষা করা, পরীক্ষা নেওয়া, খাতা দেখা—এসব কাজ করে থাকেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং-বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা' অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার কোনো শিক্ষক তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে কোচিং করাতে বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। এমনকি শিক্ষকেরা বাণিজ্যিক কোচিং সেন্টারেও পড়াতে পারবেন না। তবে দিনে অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ শিক্ষার্থীকে নিজ বাসায় পড়াতে পারবেন। আর সরকার-নির্ধারিত টাকার বিনিময়ে (সব বিষয় মিলিয়ে সর্বোচ্চ ১ হাজার ২০০ টাকা) প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত ক্লাস করানো যাবে। কিন্তু কাগুজে এই নীতিমালা কেউ মানছেন না।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভেতরেই বেশ কিছুসংখ্যক শিক্ষক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কক্ষ 'বরাদ্দ' নিয়ে শিক্ষার্থীদের কোচিংয়ে পড়াচ্ছেন। বুধবার স্কুলের সামনে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রের মা লিজা রহমান ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে *প্রথম আলোকে* বলেন, স্কুলে ক্লাস হয় না। এ জন্য বাধ্য হয়েই সন্তানকে কোচিং করাচ্ছেন। তাঁর সন্তান ছয়টি বিষয়ে পড়ে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য মাসে এক হাজার টাকা দিতে হয়।

কলেজের অধ্যক্ষ শাহান আরা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য কলেজের ভেতরে তিনি এই অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করেছেন।

কয়েকজন অভিভাবক বললেন, এত দিন এসব শিক্ষক শাহজাহানপুরেই পড়াতেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের চাপে গত মাস থেকে কলেজে পড়াচ্ছেন। তবে এখন আবার শাহজাহানপুরে যাওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। লিজা রহমান বললেন, গতকালই (মঙ্গলবার) এক শিক্ষক শাহজাহানপুরে পড়িয়েছেন।

অভিভাবকদের কথার মিল পাওয়া গেল উত্তর শাহজাহানপুরের শিল্পী হোটেলের গলির পাশে একটি বাড়ির সামনে গিয়ে। সেখানে দেখা গেল, বেশ কয়েকজন অভিভাবক বাড়িটির সামনে বসে আছেন। তাঁদের মধ্যে এক যুবক বললেন, তাঁর ভাগনের জন্য অপেক্ষা করছেন। কোচিংয়ে পরীক্ষা চলছে। এখানে নিজাম কামাল ও আজমল স্যার নামে মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের দুই শিক্ষক পরীক্ষা নিচ্ছেন। অবশ্য পরে নিজাম কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, পরীক্ষা নয়, শিক্ষার্থীরা নোট নিতে এসেছিল।

আমতলা গলি, উত্তরা ব্যাংক গলিসহ শাহজাহানপুরের কয়েকটি গলিতে গিয়ে দেখা গেল, বিভিন্ন বাড়িতে কোচিং ও প্রাইভেট পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছোট ছোট সাইনবোর্ডে বিভিন্ন শিক্ষকের নাম ও মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে কী কী বিষয়ে পড়ানো হয় তা লেখা। একটি বাড়ির নিচতলার বারান্দায় তিনজন শিক্ষকের নাম লেখা। এক পাশে 'বাংলা জোন' লিখে এস এম শাহনওয়াজ নামে এক ভূতপূর্ব প্রভাষকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পাশেই আরেকটি সাইনবোর্ডে 'পরিসংখ্যান পড়ানো'র কথা বলা আছে। আরেকটিতে হিসাববিজ্ঞানের কথা রয়েছে।